পিরামিড ও মামি

মিশরের সব চেয়ে প্রাচীন লিখিত বিবরণের কাল খৃঃ পূঃ ৩৪০০ অব্দ—ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে সেই থেকে। ইরাকের ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকায় দেখা যায়, সুমেরীয় নগররাজ্যগুলির মধ্যে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ। মরু অঞ্চলের যাযাবর জাতিদের ক্রমাগত আক্রমণ সেখানকার ইতিহাসকে করে তুলেছিল বিক্ষুব্ধ চঞ্চল, চলন্ত ছবির মতই পরিবর্তনশীল। রাষ্ট্রের ভাঙা-গড়া চলেছিল যেন সেই উপত্যকাভূমির উদ্দাম প্রকৃতি, ঝঞ্ঝা বন্যার সঙ্গে সঙ্গত মিলিয়ে। মিশরে নেই উত্তাল তরঙ্গ, নেই ঘূর্ণীবাত্যা, নেই সুমেরদেশের এই-আছে এই-নেই ভাব। নীল নদীর বদ্ধ জলাভূমির মতই মিশরের ইতিহাস নিথর নিষ্কম্প। বাইরে থেকে কোন আক্রমণই ঘটে না এখানে, বাইরের এমন কোন চ্যালেঞ্জ দেখা দেয় না মিশরের সামনে যার প্রতিরোধের জন্য জীবনী-শক্তিকে দ্রুত সঞ্চালিত করতে হয়। স্বচ্ছন্দ অনুদ্বেল জীবন যেখানে, সেখানে মানুষ স্বভাবতই নিশ্চেষ্ট মন্থর নিরুদ্যম হয়ে পড়ে। সভ্যতার সমৃদ্ধির পরিপন্থী বলেই মনে হয় এই অবস্থাকে। অথচ এমনি অবস্থার মধ্যেই মিশর একদিন অকস্মাৎ ইতিহাসের আলোকে বেরিয়ে পড়েছিল। সেদিন যে বিরাট প্রস্তর-সৌধ নির্মাণ করা হয়েছিল, তার পরিকল্পনার বিশালত্ব, শিল্পচাতুর্য ও শৈলী এমনই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছে, যা যুগে যুগে মানুষকে করেছে বিস্ময়াবিষ্ট।

কোথা থেকে এল এই উদ্যম উৎসাহ? মরু-বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ উপত্যকাভূমির উষ্ণ ক্লান্তিকর পরিবেশের মধ্যে মিশরীরা কেমন করে অর্জন করেছিল সেই আসুরিক শক্তি যা দিয়ে বিরাট নির্মাণ কার্যগুলির অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল? স্মরণ থাকতে পারে, পূর্বে যে-কথা বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ও সংযমই মিশরীদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছিল। প্রকৃতি কৃপণা ছিলেন না, কিন্তু শস্যাদি জন্মাতে পরিশ্রম করতে হ'ত বিস্তর, তাই মিশরীরা কখনো পরিশ্রম বিমুখ হয় নি। কিন্তু আত্মনির্ভরের প্রবণতা মানুষের যেমনই হোক, কোন বিপুল কাজে আত্মনিয়োগ করতে হলে শুধু আত্ম-প্রত্যয়ই যথেষ্ট নয়—চাই প্রেরণা, চাই লক্ষ্য,

চাই উপায় উদ্ভাবন। সেই উপায়ের সন্ধান মিশরীয়া পেয়েছিল ধাতুর আবিষ্কার আর ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা করে। পশ্চিম এশিয়ার সিনাই উপদ্বীপে ছিল তাম্র, সেখান থেকে মিশরীয়া তাম্র সংগ্রহ করতো। ধাতু তারা নিজেরাই আবিষ্কার করেছিল—না অন্য কোন আগন্তুক ব্যবসায়ী জাতির কাছে শিক্ষা করেছিল ধাতুর ব্যবহার, সে-বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি। যেমন করেই হোক, পাথর-কাটা ধাতু-যন্ত্রের ব্যবহার যখন অভ্যাস করতে পেরেছিল তারা তখনই তাদের মনে জেগেছিল প্রস্তর-সৌধ তৈরি করবার উচ্চাভিলাষ। নূতন অবস্থার মধ্যে মানুষের মনে প্রেরণা জাগে এমনি করেই। ধীর মন্থর গতির ছন্দ, আমাদের কাছে যা স্বাভাবিক মনে হয়, চলতি-পথের সেই দুলকি চালকে অতিক্রম করে মন তখন উধাও হয়ে ছোটে কোন আদর্শের নাগাল ধরতে—মিশরে দেখা দিয়েছিল ঠিক তেমনি অবস্থা। হয়তো সুমেরীয় সভ্যতার আশ্চর্য দৃষ্টান্ত মিশরকে অনুপ্রাণিত করেছিল, কিন্তু তা' হলেও স্থানীয় উদ্যম উৎসাহই যে বিরাট কর্ম-শক্তিকে জাগ্রত করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পিরামিড তৈরির মাত্র দেড় শো বছর আগেও রাজাদের সমাধিগুলি ছিল রৌদ্রে শুখানো ইঁট দিয়ে গাঁথা—ভূগর্ভে একটি কক্ষ বালু দিয়ে চাপা। অল্প সময়ের মধ্যে নির্মাণ-শিল্পের এতদূর উন্নতি হয়েছিল যে, পিরামিডের মত অতি বৃহৎ প্রস্তর-সৌধও তৈরি করতে পেরেছিল মিশরীয়া। কাল অল্প হলেও, উন্নতির পথে শিল্প অগ্রসর হয়েছিল ধাপে ধাপে, তার নিদর্শন আছে। ভূগর্ভের সমাধি-কক্ষটি ইটের বদলে পাথর দিয়ে তৈরি হল—এইটেই প্রথম ধাপ। পরের ধাপে সমাধির উপরকার স্তূপটি গাঁথা হল প্রস্তরখণ্ড দিয়ে। পৃথিবীর সর্ব প্রথম প্রস্তর-সৌধ খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে তৈরি হয়েছিল তৃতীয় রাজবংশের রাজা জোসারের (Zoser) সমাধির উপর। স্তূপটি ২০০ ফিট উঁচু, আকৃতি মন্দির-চূড়ার মত থাক-থাক, যার জন্য এটিকে বলা হয় 'থাক-কাটা পিরামিড' (Step Pyramid)। এই সমাধিস্তূপের নির্মাণকর্তা রাজা জোসারের প্রধান অমাত্য ইম্‌হটেপ (Imhotep)। রাজ-বৈদ্যও ছিলেন তিনি, পরম জ্ঞানী পুরুষ, মৃত্যুর পর দেবতার আসন লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমানদের আয়ুর্বিদ্যার দেবতা 'এসকালাপিয়াস (Aesculapius) রূপে পূজিত হয়েছিলেন। তাঁর একটি ছোট ব্রঞ্জের মূর্তি রক্ষিত আছে বার্লিন মিউজিয়ামে—চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায়

একখানি প্যাপিরাস কাগজ পাঠে মগ্ন রয়েছেন তিনি। জগতের সর্বপ্রথম প্রস্তর-সৌধ নির্মাতার উচ্চ মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য।

'থাক-কাটা পিরামিডে'র পরেই এক শতাব্দীর মধ্যে (খৃঃ পূঃ ২৯০০) গিজে (Gizeh) নগরের 'অতি-বৃহৎ পিরামিড' (The Great Pyramid) তৈরি করেছিলেন চতুর্থ বংশীয় রাজা খুফু (Khufu, Gk. Cheops)। পিরামিড সমাধিসৌধ—এখানে খুফুর মৃতদেহ বা 'মামি' রাখা হয়েছিল। গিজে কায়রো থেকে বারো মাইল দূরে অবস্থিত। আরও দুটি বৃহদাকার পিরামিড —রাজা খুফ্রু (Khufru, Gk. Chepron) ও রাজা মেনকরে (Menkaure,

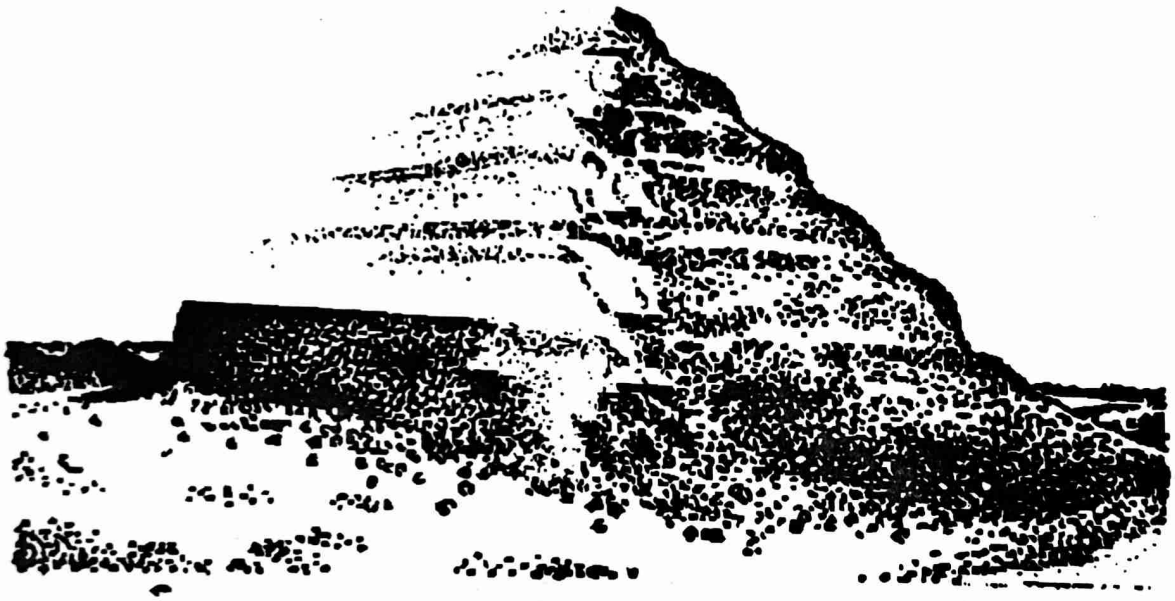

সাক্কারায় রাজা জোসারের 'থাক-কাটা পিরামিড'

Gk. Mycerinus) নির্মিত পিরামিডও দেখা যায় সেখানে। খুফুর অতি-বৃহৎ পিরামিড তের একর জমির ওপর দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকটি ধার ৭৫৫ ফিট লম্বা। ৪৮১ ফিট উঁচু, ২৩ লক্ষ অতি-বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে এই সৌধটিতে, প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ডের ওজন আড়াই টন। ওয়ালিস বাজ বলেন, এই বিরাট সৌধের ওজন ৪৮ লক্ষ ৮৩ হাজার টন। এই পিরামিডের আকার সকলেই জানেন। পাথরে গাঁথা সুপ্রশস্ত বৃহৎ চতুর্ভুজ, উপর দিকে ক্রমেই সরু হয়ে চার ধার একটি চূড়ায় গিয়ে মিশেছে। কষ্টসাধ্য হলেও চূড়া পর্যন্ত ওঠা যায়—২০২টি সিঁড়ি এখনও বিদ্যমান, প্রত্যেকটি ২ ফিট উঁচু। পূর্বে সিঁড়িগুলি পালিশ-করা সুন্দর সুন্দর পাথর দিয়ে সুচারুরূপে বাঁধানো ছিল। এখন সেগুলি

নেই, স্থানীয় লোকেরা বহু যুগ আগেই সরিয়ে ফেলেছে। পিরামিডের অভ্যন্তরে আছে রাজার কক্ষ (King's Chamber), রানীর কক্ষ (Queen's Chamber), একটি বৃহৎ গ্যালারী (Grand gallery)। এ-ছাড়া একটি ভূ-গর্ভস্থ কক্ষ (Subterranean Chamber) আছে। সৌধের ঠিক মাঝখানে রাজার কক্ষের ছাদটিতে ৫৬টি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বসানো রয়েছে, তার প্রত্যেকটির ওজন ৫৪ টন। ভিতরে বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা সুনিপুণভাবেই করা হয়েছে।

খুফুর বৃহৎ পিরামিডের চেয়ে আয়তনে ছোট খুফরুর পিরামিড, কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে দ্বারপালরূপ স্ফিন্‌ক্স্ (Sphinx), আর তাই থেকেই এই সমাধি-সৌধটির খ্যাতি। রাজা খুফরুরই প্রতিমূর্তি স্ফিন্‌ক্স্, দেহটি সিংহের। দেহ ১৮০ ফিট উঁচু, মাথা ৬৬ ফিট। পিরামিডের সঙ্গেই একটি মন্দির, সেই মন্দিরের সঙ্গে রাজধানীর সংযোগ করা হয়েছিল একটি আবৃত করিডর পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে। পিরামিড থেকে খাড়া নেমে গেছে জুলি-পথ স্ফিন্‌ক্সের পাশের উপত্যকাভূমির মন্দিরে। সেখানে রয়েছে শহর থেকে জুলিপথে ঢুকবার প্রস্তরনির্মিত ফটক।

প্রত্যেকটি পিরামিডের পূর্বদিকে সংলগ্ন একটি মন্দির আছে। সেখানে নানাপ্রকার খাদ্য, আচ্ছাদন, পানীয় রাখা হত, পিরামিডের মধ্যে শায়িত মৃত রাজার সাজসজ্জা পানভোজনের জন্য। পিরামিডের গায়ে একটি নকল দরজা তৈরি করে মৃত রাজার মন্দিরে বেরিয়ে আসবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পিরামিড, মন্দির ও স্ফিন্‌ক্সের মুখ পূর্বদিকে—সূর্যের উদয়াস্ত, গ্রহ-তারার রাশিচক্র মধ্যে সূর্যের অবস্থিতি, এই বিষয়গুলিকে লক্ষ্য করেই সকল মন্দির বিশেষ কোন দিকে—সাধারণতঃ পূর্বদিকে মুখ করে তৈরি করা হত। এই পদ্ধতির নাম 'ওরিয়েনটেশন' (Orientation)। দক্ষিণাঞ্চলের পিরামিড-গুলির 'ওরিয়েনটেশন' কিন্তু ঠিক পূর্বদিকে নয়, নীল নদী স্ফীত হয়ে উঠবার পূর্বক্ষণে সূর্য যে-স্থানটিতে উদিত হন, সেই দিকে—কোনটির বা উত্তর দিকে অথবা 'সিরিয়াস্' নক্ষত্রের দিকে মুখ করে'।

পিরামিডগুলি নদী থেকে কিছু দূরে মরুকান্তারে অবস্থিত, আর রাজধানী ছিল নীল নদীর উপরেই। পিরামিডের চারদিকে রানী ও রাজপারিষদদের সমাধি তৈরি হয়েছে, কেন না পানাহারের যেমন প্রয়োজন হয় মৃত রাজার, গৃহসজ্জার যেমন দরকার, আত্মীয় অনুগতজনের আবশ্যকও তেমনি। বহু যোজন বিস্তৃত ভূমি জুড়ে শুধু মৃতেরই সমাধি, ৬০ মাইল দীর্ঘ ভূখণ্ডে অসংখ্য পিরামিড—

প্রত্যেকটি কোন-না-কোন রাজার সমাধি। বৃহৎ পিরামিডের চূড়া থেকে আজ আমরা সমাধি-স্তূপের একটানা দৃশ্য দেখিতে পাই, যেখানে প্রাণের স্পন্দন নেই এতটুকু। সেই অতীত যুগে কিন্তু পিরামিডের অনতিদূরে বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ, প্রমোদ-কুঞ্জ, উদ্যান-বাটিকা, শান বাঁধানো নদীর ঘাট, বিলাসীর ময়ূরপঙ্খী, এ-সব সেই মৃত্যুর একঘেয়ে দৃশ্যকে ভঙ্গ করে জীবন্ত বৈচিত্র্যে ভরে তুলেছিল। সৌধ, হর্ম্য, প্রাসাদ, সবই ছিল রৌদ্রে শুকানো ইটে তৈরি, সেগুলির চিহ্নমাত্র নেই এখন। কিন্তু প্রস্তরীভূত কালের অক্ষয়-কীর্তি পিরামিডগুলি মৃত্যুর অমরত্বের সাক্ষ্য চিরকাল বহন করছে।

'পিরামিড' কথাটার উৎপত্তি হয়েছে মিশরীয় শব্দ 'পি-রে-মাস' (Pi-re-mus) থেকে, শব্দটির অর্থ 'উচ্চতা' (altitude)। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস একটি জনশ্রুতির উল্লেখ করে বলেছেন,—এক লক্ষ ব্যক্তি বিশ বছর ধরে পরিশ্রম করে খুফুর বৃহৎ পিরামিড নির্মাণ করেছিল। প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ডগুলি দক্ষিণ অঞ্চলের পাহাড় থেকে কেটে বের করে নৌকায় বয়ে আনা হয়েছে, তারপর খাড়া পাড়ের ওপর মেজের মত কোন চক্রহীন যানে চাপিয়ে মরু-প্রান্তরে ১০০ ফিট ঊর্ধ্বে টেনে তোলা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার তখন শৈশব অবস্থা, প্রত্যেকটি কাজ করা হয়েছে যন্ত্রের সাহায্যে নয়, মানুষের কায়িক পরিশ্রম দ্বারা। আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এই সব বিরাটাকার প্রস্তর-স্তূপ নির্মাণ পণ্ডশ্রম। যে-কাজে জনসাধারণের কোন হিতসাধন হয় নি, নিরীহ দুর্বল প্রজাদের যে-কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন 'নৃপতিরা অমরতা-লাভের ভুয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য', এমন কাজ শুধু যে নীতিবিগর্হিত তা নয়—যত বৃহৎ সেই কাজ, তত বড় তার অপকীর্তি। এমনি ধারা কথা বলেই হিরোডোটাস খুফুকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, মন্দিরগুলিকে বন্ধ করে প্রজাদের তিনি নিজের কাজে লাগিয়েছিলেন সেইজন্য। কিন্তু এই নির্মাণ ব্যাপারের একটা অন্যদিকও আছে। প্রাচীনকালকে প্রচলিত মানদণ্ডে ওজন করা একটি মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি। ভাবতে হবে, সে-কালের চিন্তাধারা, বিশ্বাসের কথা—দেখতে হবে, সভ্যতার আদিযুগে বিরাট পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করবার এই যে অফুরন্ত শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, সে শক্তি কি মানব প্রগতির পথ মুক্ত করে দেয় নি? এই প্রসঙ্গে ব্রেস্‌টেডের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"The Great Pyramid of Gizeh is a document

in the history of human mind. It clearly discloses man's sense of sovereign power in his triumph over material forces."—অর্থাৎ, গিজের বৃহৎ পিরামিড মানব-চিত্তের ইতিহাসের সূচি, বস্তুশক্তির ওপর আধিপত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী। যুগে যুগে সভ্যতা চলেছে প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ব করে। ফারাওর মৃত্যুঞ্জয়ী হবার বাসনা আর যা-ই করুক, মানব-মনের বিরাট কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে অশেষ কর্মশক্তির প্রেরণা যুগিয়েছিল, যার জন্য বস্তু-শক্তিকে আয়ত্ব করতে সমর্থ হয়েছিল মানুষ। এ-কথা সত্য যে, এই সুমহান কর্মশক্তিকে সমগ্র সমাজের হিতকল্পে প্রয়োগ করলে দেশের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হত। এ-ও ঠিক যে, শক্তি ও সম্পদের অযথা অপব্যয়ের ফলেই পিরামিড নির্মাণ কালের 'প্রাচীন রাজ্যে'র পতন ঘটেছিল। কিন্তু কোন কাজের কোন ফল তা বোঝা যায় অভিজ্ঞতা, পরিণত বুদ্ধির বিবেচনা থেকে, যে-অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি সভ্যতার প্রত্যুষে মানব-জাতি সবেমাত্র অর্জন করতে আরম্ভ করেছিল। এ-ক্ষেত্রে মানবের অন্তর্নিহিত কর্ম-শক্তির যে-উৎসমুখটিকে মুক্ত করে দিয়েছিল মিশর সেই দিকে চাইলে বোঝা যায়, বিশ্বমানবের দৃষ্টি চিরদিন কেন আকৃষ্ট হয়েছে পিরামিডের দিকে, আর আরবদের মধ্যেই বা কেন এই কথাটির চলন হয়েছিল—জগত কালকে ভয় করে, কিন্তু কাল ভয় করে পিরামিডকে!

খুফুর উত্তরাধিকারী খুফ্রু, তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে কতকটা অপরোক্ষই বলা চলে, যে-হেতু তার একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি কায়রো মিউজিয়ামে রাখা আছে। মাথার উপর রাজকীয় শক্তির প্রতীক বাজপক্ষী পক্ষপুট দিয়ে রক্ষা করছে তাকে। তেজস্বী মুখাকৃতি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি চক্ষু, বলদৃপ্ত উন্নত নাসিকা, মূর্তিটি যে রাজার সে বিষয়ে ভুল হবার জো নেই। ছাপ্পান্ন বছর রাজত্ব করেছিলেন খুফ্রু। স্ফিন্‌ক্সের শিরোভাগ তারই প্রতিকৃতি—একটি পাহাড়ের আস্ত পাথর খোদাই করে তৈরি। স্ফিন্‌ক্সের পাশেই যে পাথরের মন্দির তার মধ্যে স্থাপত্য পদ্ধতিই প্রধান লক্ষ্যের বস্তু। বৃহৎ চৌকা স্তম্ভ প্রকাণ্ড হলঘরের ছাদটিকে ধারণ করছে, তেরছাভাবে-কাটা জানালা (clerestory windows) দিয়ে সূর্যের বাঁকা রশ্মিগুলি প্রবেশ করে। স্তম্ভ নির্মাণের দৃষ্টান্ত জগতে এই প্রথম, পাথরের তৈরি এত বড় হলঘরও পূর্বে কখনো তৈরি হয় নি।

পূর্বে বলা হয়েছে, পিরামিড নির্মাণের বিপুল পরিশ্রমের মূলে রয়েছে, সে-যুগের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা। কি সেই বিশ্বাস, চিন্তাধারাই বা কি, তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে না করেও বলা যায় যে, প্রস্তরযুগের মানুষের মত প্রাচীন মিশরীরা বিশ্বাস করেছে, পরকাল ইহকালেরই সম্প্রসারণ, আহার বিহার নিদ্রা জাগরণ এখানে যেমন সেখানেও তেমনি। কায়া ছাড়াও মানুষের আর একটি রূপ আছে, সেটি ছায়ারূপ—মিশরীরা তাকে বলতো 'কা' (Ka)। কায়াকেই আশ্রয় করে থাকে এই ছায়ারূপ। মৃত্যুর পর শরীরকে যদি ধ্বংসের অর্থাৎ পচাগলার হাত থেকে বাঁচানো যায়, তা হলে ছায়ারূপী 'কা'রও অমরত্ব লাভ সহজ হয়ে আসে। রাজা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃতদেহকে 'মামি' করে রাখা হত সেই জন্য পিরামিড তৈরি করে তারই ভেতর। ইমারত যত উঁচু, বড় ও পোক্ত, তার স্থিতিস্থাপকতা ও স্থায়ীত্ব তত বেশী। সেই পরিমাণে ছায়ারূপী 'কা'রও অমরতা যায় বেড়ে, কেননা মামির সঙ্গে সে-ও থাকে সেই সৌধকে আশ্রয় করে। অনুচর ও ভৃত্যদের মৃত রাজাদের সঙ্গেই গোর দেওয়া হত প্রথম বংশের রাজত্বকালে এবং এই প্রথাটি দ্বিতীয় আমেনহটেপের রাজত্বকাল পর্যন্ত চলে এসেছিল, ঐতিহাসিক হল সাহেব এইরূপই মনে করেন। তিনি বলেন,

"In the time of the first dynasty courtiers and slaves seem to have been killed and buried with the kings ; and the custom was at least occasionally carried out as late as the time of Amenhotep II."

কিন্তু সমাধি-প্রাচীরের গায়ে চিত্রকর এঁকেছে পত্নীর ছবি, দাসদাসীর ছবি। ভাস্করও নানা মূর্তি খোদাই করে রেখেছে। সেই ছবি ও মূর্তি দেখে মনে হয় ওগুলি বিকল্প ব্যবস্থা—অর্থাৎ পত্নী দাসদাসীকে জীবন্ত কবর না দিয়ে তাদের চিত্র ও মূর্তিগুলিকেই করা হয়েছে মৃতের সহচর। মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা পুরোহিত সেই চিত্রমূর্তির মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা (consecration) করতো, তখন তারা জীবন্ত হয়েই পরলোকে প্রভুর সেবা করতে পারতো। তা ছাড়া, প্রাচীরগাত্রের চিত্রাঙ্কন আর একটি আপদের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করতো রাজার 'কা'কে। মৃতের ভোগ দেবার জন্য সম্পত্তি উৎসর্গ করা থাকতো বটে, কিন্তু সে-কাজে গাফিলতি হতে পারে। হালচাষ করে ক্ষেতে শস্য ফলানো, দুগ্ধ দোহন প্রভৃতি নানান্ রকম চিত্র আঁকা থাকতো, যাতে করে কোন রকম খাদ্যের বা সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব না ঘটে। এই ছবিগুলি হল খাদ্যের বিকল্প। রাজা রাহটেপের (Rahotep) সমাধি-মন্দিরে পাথরে খোদাই-করা (bas-relief) একটি দৃশ্যে মৃত ব্যক্তিকে টেবিলের ওপর রক্ষিত নানাবিধ খাদ্য ভোজন করতে দেখা যায়। সত্যকার চাষবাস গৃহস্থালীর আর একটি বিকল্প ব্যবস্থা ছিল কাঠ পাথর বা মাটির মূর্তি, সেগুলিকে রাখা হত মৃতের কক্ষে, যাতে মন্ত্র দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে তাদের চাষের কাজে লাগাতে পারেন মৃত ব্যক্তি। এই সব মূর্তিকে বলা হত 'উশবটি' (Ushabti) বা 'উত্তরদাতা' (answerer)। সঙ্গে রাখা হত চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ ঝুড়ি খুন্তি ইত্যাদি। কোন কোন সমাধিমন্দিরে রুটি-ওয়ালা, মদ্য প্রস্তুতকারক নৌকার মাঝি প্রভৃতিরও কাষ্ঠমূর্তি দেখা যায়।*

মিশরের 'মামি' (mummy) অনেক মিউজিয়মেই আছে। হাজার হাজার বছর ধরে এই সব মানুষের দেহ পচা-গলার হাত থেকে রেহাই পেয়ে আপন আকৃতিকে পূর্বাপর সমানভাবে বজায় রাখতে পেরেছে কেমন করে, এই ভেবে অনেকেই বিস্ময় বোধ করেন। অথচ ঔষধি প্রলেপ (embalming) দ্বারা মামি তৈরি করার পদ্ধতিটি মোটামুটিভাবে বেশ সরলই বলতে হয়। প্রথমেই শরীরকে ন্যাট্রোন (Natron) মাখিয়ে আর্দ্রতা দূর করা হত। ন্যাট্রোন স্বভাবজাত রাসায়নিক পদার্থ (Carbonate of Sodium)। তারপর ক্ষয়ের বীজ নষ্ট করবার জন্য বিটুমেন দিয়ে দেহটিকে সিক্ত করা হয়েছে। বিটুমেন (Bitumen) খনিজ ধাতব বস্তু, যেমন নাপ্‌থা, পেট্রোলিয়াম, আসফলট্ প্রভৃতি। মামি তৈরি করবার প্রক্রিয়ার (Embalmers art) বিশেষ বিবরণ দিয়েছেন হিরোডোটাস: প্রথমেই মাথার ঘিলু বের করে ফেলা হয় নাকের ভেতর লৌহশলাকা চালিয়ে ছিদ্র করে। তীক্ষ্ণ পাথর টুকরো দিয়ে পেটের পার্শ্বদেশ সাবধানে কেটে অন্ত্রগুলি বের করে অভ্যন্তর তালের তাড়ি

---

*প্রাগ্-বংশীয় সমাধি গর্ভে পাওয়া গেছে সুবেশা নারীর ও মাথায় কলসী বহনকারী ভৃত্যের মৃৎ-মূর্তি। জীবন্ত পত্নী, দাসদাসীর পরিবর্তে তাদের মৃন্ময় মূর্তি প্রোথিত করা হয়েছিল। পিরামিড যুগের 'উশবটি' এই প্রাগৈতিহাসিক বিকল্প ব্যবস্থার জের মাত্র। প্রসঙ্গত রাজকীয় বিষয়ে সমাধি-প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্রাবলী সম্বন্ধে গর্ডন চাইল্ডের মন্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন: "Such scenes were not painted merely to delight the eye of the soul but to secure to the defunct by the inherent magic virtue the actual enjoyment of such services and delights."

(palm wine) দিয়ে ধৌত করা হয়। তারপর পেটের মধ্যে নানারূপ সুগন্ধি দ্রব্য (myrrh, cassia and other perfumes) ভরে সেলাই করে দেহটিকে সত্তর দিনের জন্য ন্যাট্রোনে ডুবিয়ে রাখা হয়। সত্তর দিন পরে মৃতদেহ ধুয়ে পরিষ্কার করে আঠার প্রলেপ দিয়ে সেটিকে মোম-মাখানো কাপড়ে জড়ানো হয়। এমনি করে মামি যখন তৈরি হত, তখন সেই মামিকে একটি কাঠের কফিনে ভরে সমাধিমন্দিরে নিয়ে যেতেন মৃতের আত্মীয়েরা। মামি প্রস্তুতের এই প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য।

চতুর্থ রাজবংশের দেড় শো বছর রাজত্বকাল (২৯০০-২৭৫০ খৃঃপূঃ) মিশরের ইতিহাসকে পিরামিডের আকাশস্পর্শী গৌরব দান করেছে। সেই গৌরবের চূড়াদেশে খুফুর স্থান, তার একটু নিচে খুফ্রুর। মেনকরের পিরামিড অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি, আকারে আয়তনে অপর দুটির অর্ধেক। এতকাল এই রাজবংশ যে প্রভূত শক্তি পরিচালনা করে এসেছিলেন, সেই কেন্দ্র-শক্তি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বংশটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বার আগে আরও কয়েকজন রাজা পিরামিড তৈরি করেছিলেন, সেগুলি ক্ষুদ্র অসার বালিপাথরের স্তূপ। এই বংশের পতনের কারণ বিশদভাবে কোথাও বর্ণিত না হলেও বেশ বোঝা যায়, পিরামিড নির্মাণে অযথা রক্তমোক্ষণের জন্য পাণ্ডুর দেশটির উৎপাদন-শক্তি হ্রাস পেয়েছিল, এবং তারই অনিবার্য ফল হয়েছিল রাজশক্তির অন্তর্ধান।